বিরোধীদল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগেই বিরোধীদল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক শুরু হয়েছে বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে। যোগদানকারী বিরোধী দলত্যাগী বিজয়ী প্রার্থীরা অবশ্য বলছেন, তাদেরকে প্ররোচিত করা এবং ভুল বুঝিয়ে প্রার্থী করানো হয়েছিল। আর উন্নয়ন করতে গেলে তৃণমূলে যোগ দিতে হবে। সেজন্যই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। রবিবার রাতে মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দুই বিজয়ী প্রার্থী কংগ্রেস এবং নির্দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। এদিন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র যোগদানকারী ওই দুই বিজয়ী প্রার্থীর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

এদিন মানিকচক বাসস্ট্যান্ডের সামনেই এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। মানিকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৬ নম্বর বুথের নির্দল প্রার্থী রেজাউল হক এবং ১৩৫ নম্বর বুথের কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী রেজিনা বিবি এদিন তৃণমূলে যোগদান করেছেন। বিজয়ী ওই দুই প্রার্থীর বক্তব্য, কংগ্রেস অথবা নির্দলে থেকে কোনও লাভ হবে না। মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে গেলে তাদেরকে তৃণমূলের সহযোগিতা নিয়ে চলতে হবে।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানিয়েছেন, অনেককেই ভুল বুঝিয়ে বিরোধীরা নিজেদের দলের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু এখন যারা জয়ী হয়েছেন, তারা বুঝতে পারছেন ওইসব দলে থেকে কোনও লাভ নেই। মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে গেলে তৃণমূলে থাকতে হবে। তাই এদিন নির্দল এবং কংগ্রেসের দুই বিজয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

এদিকে আগামী ৯ থেকে ১২ অগস্ট মালদার ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হবে। এখনও পর্যন্ত ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। আর সেইসব গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে কোমর কষতে শুরু করেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যে দলের জেলা স্তরে এক প্রস্তর বৈঠক হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এবারের মালদায় ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৫৯টি। ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের দখলে রয়েছে বিরোধীরা। এই ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দল বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে নানান ষড়যন্ত্র মূলক কাজকর্ম শুরু করেছে। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই পাল্টা অভিযোগ করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ খগেন মুর্মু।

গিনিপিগের মতো টেস্ট করছে বিজেপি: খাদ্যমন্ত্রী

সুমন তালুকদার

মধ্যমগ্রাম: বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদের রদবদল নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ। রবিবার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের ধরনা ও প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপির সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি গিনিপিগের মতো টেস্ট করছে, পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেই চলেছে। একজনকে দায়িত্ব দিল, তাকে দিয়ে হচ্ছে না, তো তাকে পরিবর্তন করে আরেক জনকে নিয়ে এল। আবার তাকে পরিবর্তন করে নতুন একজনকে নিয়ে এল। এসবই করছে, কোনও স্থিরতা নেই। এর থেকে বোঝা যায় এ রাজ্যে ওদের যোগ্য নেতার অভাব। একে তাকে দায়িত্ব দিয়ে টেস্ট করছে। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটা বোঝার মতো নেতা ওদের নেই। যে প্রত্যেক কর্মী সম্পর্কে জানবেন, কাদের দিয়ে কাজ হবে। যদিও এসব নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। বিজেপির বিষয় বিজেপিই বুঝবে। তবে আমাদের তৃণমূলের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝেন কাকে দিয়ে কি কাজ হবে। কে কতটা কাজ করতে পারবে। রাজ্য থেকে ব্লক স্তরের তার সৈনিকদের তিনি জানেন, চেনেন। তার দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার কর্মীদের ক্ষমতা তিনি বোঝেন। ফলে বিজেপির মতো ঘন ঘন নেতা পরিবর্তন করতে তৃণমূলের হয় না। কখনও সখনও কেউ ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে আরও যোগ্য ব্যক্তিকে বসিয়ে দলীয় সংগঠনকে আরও জোরদার করতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই কাজ করে চলেছেন। দলনেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যেভাবে বাংলায় লড়াই করছে মানুষের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তার ফলও মিলেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে বংলাকে বঞ্চিত করছে তার বিরুদ্ধেও তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করছে বাংলার মানুষের স্বার্থে। বাংলার মানুষ সেটা বুঝেছে। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে গত লোকসভা নির্বাচনের থেকেও ভালো ফল করবে বলে দাবি করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এদিন খাদ্যমন্ত্রী ছাড়াও ধরনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, ২ বারাসাত নম্বর ব্লকের সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, মধ্যমগ্রামের পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

চিকিৎসক, নার্সদের গাফিলতিতে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ, হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুর ব্লকের গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ৩ আগস্ট গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে রেহেনা বিবি নামে এক প্রসূতিকে ভর্তি করেন তাঁর আত্মীয়রা। ওই দিনেই হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় তাঁর প্রসব যন্ত্রণা উঠলে পরিবারের আত্মীয়রা কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসককে জানান। অভিযোগ, তারপরেও ওই প্রসূতিকে দেখতে যাননি চিকিৎসক ও কর্তব্যরত নার্স। দীর্ঘ সময় পর ওই প্রসূতির কাছে যান চিকিৎসক এবং নার্সরা। এরপর সেখানেই একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্তের বাইরে দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলা এবং তাঁর সদ্যোজাতকে রেফার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। তড়িঘড়ি বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে এলে এখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, সদ্যজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

এরপরেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে পরিবারের আত্মীয়দের মধ্যে। সেখান থেকে ওই মহিলাকে নিয়ে এসে পুনরায় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, মহিলা একটু সুস্থ হওয়ার পর সোমবার ওই রোগীর আত্মীয়রা আসেন গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে, সেখানে চিকিৎসক এবং নার্সদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, চিকিৎসক এবং নার্সদের গাফিলতির জন্যই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সৌমেন মুখোপাধ্যায় জানান, শিশুটি মায়ের পেটে থাকাকালীন নিজের মল খেয়ে ফেলে এবং যখন শিশুটি জন্মায় তখন, সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছিল না। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য। হাসপাতালে উত্তেজনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের আগে নির্দলের জয়ী প্রার্থীকে গ্রেপ্তার, উত্তেজনা রানাঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শাসক দলের চাপে পড়েই পুলিশ ওই নির্দল প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় দফায় দফায় বিক্ষোভ নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের। ঘটনাটি ঘটেছে, নদিয়ার রানাঘাট ১ নম্বর ব্লকের হবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। জানা যায়, ৫ বারের প্রাক্তন প্রধান গোপাল ঘোষ ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পাওয়ায় তিনি নির্দলে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই শাসক দলের দুষ্কৃতীরা বিভিন্নভাবে তাকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে, যদিও সম্পূর্ণ মদত দেয় পুলিশ প্রশাসন। পরিবারের দাবি, রানাঘাট মিশন গেটের সামনে থেকে পুলিশ নির্দলের জয়ী প্রার্থী গোপাল ঘোষকে আটক করে। এরপর নিয়ে যায় থানায়। পরিবারের লোকজন যখন থানায় গিয়েছিলেন পুলিশ সরাসরি তাদেরকে বলে যতক্ষণ না পর্যন্ত বোর্ড গঠন হচ্ছে তাকে ছাড়া হবে না। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে নির্দল প্রার্থীর অনুগামীরা, শুরু করে দফায় দফায় বিক্ষোভ। পরিবারের এও দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ৪০০ ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, গোটা গ্রামের মানুষ তাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূল চক্রান্ত করে পুলিশকে দিয়ে তাকে আটক করে। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, পুরনো একটি মামলায় ৩০৭ ধারায় এটেম টু মার্ডারের কেসের ভিত্তিতে নির্দলের জয়ী প্রার্থী গোপাল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে পুলিশের এই দাবি মানতে নারাজ নির্দল প্রার্থীর পরিবার সহ তার অনুগামীরা। নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের দাবি, মঙ্গলবার বোর্ড গঠন রয়েছে, বোর্ড গঠনের আগে তাদের প্রার্থীকে যদি ছেড়ে না দেওয়া হয় তাহলে তারা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যদিও পুলিশকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, না হলে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দেন অনুগামীরা। যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

যাত্রী বিক্ষোভে আটকে রইল দূরপাল্লার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিট নিয়ে বেশ কিছু যাত্রীর সংরক্ষিত শ্রেণির কামরায় উঠে পড়াকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের জেরে আটকে গেল দূরপাল্লার হাওড়া-চেন্নাই মেইল ট্রেন।

জানা গেছে, ১২৮৩৯ হাওড়া-চেন্নাই মেল রবিবার মধ্যরাতে হাওড়া থেকে খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছলে এই গন্ডগোলের জেরে যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি, এই ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিট নিয়ে বহু যাত্রী তাদের সংরক্ষিত আসনের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনার প্রতিবাদ করেন সংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটের যাত্রীরা। খড়গপুর স্টেশনে ট্রেনটি এসে পৌঁছলে তাঁরা স্টেশনে নেমে বিক্ষোভ দেখান। ট্রেনের যাত্রাও তারা আটকে দেন। পরে আরপিএফ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা আটকে থাকার পর সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ চেন্নাই অভিমুখে ট্রেনটি রওনা দেয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অভিজিৎ হাজারীবাগ টোল রোড লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
রেজি. অফিস : এফই-৮৩, সেক্টর-III সল্টলেক সিটি, ১ম তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৬
প্রধান কার্যালয় : ৭৯/৪ প্রশান্ত নগর, আজনি, নাগপুর ৪৪০০১৫, মহারাষ্ট্র ভারত
CIN : U45209WB2010PLC149763

অভিজিৎ হাজারীবাগ টোল রোড লিমিটেড (অবসরণে) (''কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা'') এর নিম্নোক্ত সম্পদ বিক্রির বিষয়ে সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, দেউলিয়া অধীনে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা প্রদত্ত এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ (''কোড'')
আইবিসি-২০১৬-এর ৩৫(এফ) এর অধীন তার লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসাবে কর্পোরেট দেনাদারের নিম্নোক্ত সম্পদ, IBBI (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৩ সহ পঠিত, বিক্রির জন্য দেওয়া হচ্ছে। ডাক অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে হবে https://eauctions.co.in দ্বারা।

ক্রম নং	লট নং	জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
১.	লট ১	খালি দখলমুক্ত অ-কৃষি জমি পরিমাণ ২৩০.০০ বর্গ মিটার, প্লট নং ৬৮, সার্ভে নং ৩৩২/এ+৩৩৪/এ+৩৩৮/এ, মৌজা - জাপ, তালুক-সুধাগড়, জেলা-রাইগড়, মহারাষ্ট্র, ভারত	১১ লাখ টাকা (এগারো লাখ) টাকা	১ লাখ (এক লাখ) টাকা	৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১	নিলামের তারিখ এবং সময়	তারিখ : শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সময় : বেলা : ১ টা থেকে বিকেল ৪টা (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
২.	আবেদনের শেষ তারিখ	বুধবার, ২৩ আগস্ট ২০২৩
৩.	সম্ভাব্য উপযুক্ত ডাকদাতা ঘোষণার তারিখ	শুক্রবার ২৫ আগস্ট ২০২৩
৪.	পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ	শনিবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৫.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	মঙ্গলবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য:
১. ''যেখানে যেমন আছে'', ''যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'', এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
২. প্রক্রিয়া এবং সময়সীমার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে বর্ণিত আছে। আগ্রহী আবেদনকারীরা অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, বিআইডি ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ প্রাসঙ্গিক ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি উল্লেখ করতে পারেন। উল্লিখিত ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল https://eauctions.co.in/
৩. আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত নিয়মাবলী সহ প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী পাঠ ও সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী, ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের আগ্রহের প্রকাশ জমা দেবেন।
৪. এটি স্পষ্ট করা হয় যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার স্বার্থে তার বিবেচনার ভিত্তিতে ই-নিলামের সময়সীমা সহ যেকোনও নিয়ম ও শর্ত প্রসারিত/বিলম্বিত/বাতিল বা সংশোধন করার, মুছে ফেলার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং/অথবা কোনো পূর্ব নোটিশ বা কোনো বরাদ্দ ছাড়াই কোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। নিলামের যেকোনো পর্যায়ে কারণ যাই হোক না কেন।
৫. কোডের ধারা ৩৫(এফ) এর বিধান অনুসারে, আগ্রহী দরদাতা যদি কোডের ধারা ২৯এ-তে বর্ণিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে সে বিড জমা দেওয়ার যোগ্য হবে না (যেমন সময় থেকে সংশোধিত হয়েছে)।
৬. দরদাতা, যিনি অনলাইন নিলাম বন্ধ করে সর্বোচ্চ অফার জমা দেবেন, তিনি হবেন লিকুইডেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে সফল ঘোষণা করা হয়েছে।
৭. বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার পরে, ক্রেতাকে বিড সফল ঘোষণা করার ৭ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইএমডি পরিমাণ সহ) জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়ের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনায় প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে ৩০ দিনের পরে করা অর্থ ১২ শতাংশ হারে সুদ আকর্ষণ করবে। যদি ক্রয়কারী সময়মতো অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পদ পুনরায় নিলাম করা হবে।
৮. প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯/সি বর্দান টাওয়ার, লাখুদি সার্কেলের কাছে, বিমল হাউসের পাশে, নাভারংপুরা, আমেদাবাদ - ৩৮০০১৪ সাথে যোগাযোগ করুন। ইমেল আইডি হল admin@eauctions.co.in এবং যোগাযোগের নম্বর হল শ্রী বিজয় পিপলিয়া/শ্রী আহমেদ ৯৮৭০০৯৯৭১৩।
৯. সমস্ত প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে নিচে স্বাক্ষরিত সাথে যোগাযোগ করুন cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com

স্বা/-
সিএ নির্মল কুমার আগরওয়াল
লিকুইডেটর - অভিজিৎ হাজারিবাগ টোল রোড লিমিটেড
(রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P02112/2020-2021/13380)
শ্রী কুঞ্জ, ৮৩ গোলাঘাটা রোড, শ্রীভূমি, উত্তর ২৪ পরগনা (কলকাতা) পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৮
ইমেল আইডি : cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com
ফোন : +৯১ ৯১০১২৯৫৯১৫
তারিখ : ৮ আগস্ট, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরিশিষ্ট F
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রমথ সরকার এবং শ্রীমতি বকুল সরকার** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,৪২,৮৬৮.০৪ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ আটষট্টি টাকা এবং চার পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৫ আগস্ট ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ৫,৪২,৮৬৮.০৪ টাকা** (পরবর্তী সুদ সহ) আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা মাটিকুমড়া, জেএল নং ১০৮,দাগ নং আরএস এবং এলআর ১০২২, খতিয়ান নং আরএস ১৪৪৫, এলআর ১০১১/২, ৫৭৪/৪ নকড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা এবং ব্লক : রানাঘাট, নদিয়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** মদন মন্ডলের ভবন, **দক্ষিণে :** পি ডব্লু ডি রোড, **পূর্বে :** অমলা দৈব্যর ভবন, **পশ্চিমে :** নারায়ণ সরকারের জমি সমন্বিত।
স্বা/-
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩ — **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : নোকারি — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

এজিআই গ্রীনপ্যাক লিমিটেড
(পূর্বে এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিঃ অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল: hsilinvestors@hsilgroup.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৬৩তম বার্ষিকসাধারণ সভা ('এজিএম') বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩-এ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে যেমনটি এজিএমের নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে সেইমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি ('আইন') এবং তদধীন গঠিত রুলস ও দ্য সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেটস) রেগুলেশনস, ২০১৫ যা জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ সার্কুলারস'') কর্তৃক ইস্যু করা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/ সিআইআর/পি/২০২২/৬২ এবং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ (''সেবি সার্কুলার'') -এর সঙ্গে পঠিত এবং এর সহিত সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজিএমের কার্যক্রমটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিচালিত বলে গণ্য হবে যা এজিএমের বিবেচিত ভেন্যু হবে।
এমসিএ সার্কুলারগুলি এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে ৬৩তম এজিএম -এর নোটিস এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট কেবল ইমেল-যোগে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে ৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি') নথিভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও এই তথ্য পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল') www.evotingindia.com -তে।
কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্টঅ্যান্ডঅ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতো) -র রুল ২০ এর সঙ্গেপঠিত অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি, সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার বন্দোবস্ত করবে সমগ্র রেজিলিউশন অনুযায়ী, কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে সিডিএসএল-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যার দ্বারা কোম্পানির সভ্যগণ ই-ভোটিং প্রদান করতে পারে ৬৩তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজোলিউশনে।
এজিএমের পূর্বে, রিমোটই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) এবং বুধবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৩ বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ে কোম্পানির সভ্যগণ যারা কোম্পানির শেয়ার ফিজিক্যাল অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার ধরে রেখেছেন তারা তাদের ভোট প্রদান করতে পারেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। তারপ